মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা	পুরুল্যা	১৯ এপ্রিল, ২০২৪, শুক্রবার	৬ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 19 Issue	Purulia	19 April, 2024, Friday	6 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

ভোটের আগে প্রার্থীদের মোদীর চিঠি, কী নির্দেশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ প্রথম দফার ভোট শুরুর আগে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সমস্ত প্রার্থীকে চিঠি লিখে 'বার্তা' পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজেদের কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যও বিজেপি এবং সহযোগী দলগুলির প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ভাবে 'অনুরোধ' জানিয়েছেন মোদী। হিন্দি এবং ইংরেজি, দু'টি ভাষাতেই প্রধানমন্ত্রী চিঠি লিখেছেন দল এবং জোটের প্রার্থীদের। তামিলনাড়ুর বিজেপি সভাপতি তথা কোয়ম্বত্তুরের দলীয় প্রার্থী কে আন্নামালাই কিংবা নীলগিরি লোকসভায় পদ্ম প্রতীকে লড়তে নামা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগান পেয়েছেন ইংরেজিতে লেখা চিঠি। আবার উত্তরাখণ্ডের গঢ়ওয়াল লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র অনিল বালুনি কিংবা রাজস্থানের অলওয়ারের প্রার্থী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব পেয়েছেন হিন্দিতে লেখা চিঠি। অষ্টাদশ লোকসভার সাত দফা ভোটপর্বের প্রথম দফায় শুক্রবার দেশের ১৭টি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে ভোট হবে ১০২টি আসনে। এই তালিকায় আছে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্র। ২০১৯ সালে উত্তরবঙ্গের ওই তিন কেন্দ্র-সহ এর মধ্যে মোট ৪৫টিতে জিতেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। লোকসভার পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের ৬০ এবং সিকিমের ৩২টি বিধানসভা আসনের সবক'টিতেই ভোটগ্রহণ হবে এই দফায়। শুক্রবার প্রথম দফায় অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং মেঘালয়ের দু'টি করে আসনে ভোটগ্রহণ হবে। একটি করে আসনে ভোটগ্রহণ হবে ছত্তীসগঢ়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর, জম্মু ও কাশ্মীর, লক্ষদ্বীপ এবং পুদুচেরিতে। উল্লেখ্য, মণিপুরে মোট দু'টি লোকসভা আসন। মণিপুর এবং আউটার মণিপুর। তবে নির্বাচন কমিশন আউটার মণিপুরকে ভাগ করে দু'দফায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার আউটার মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর এবং চান্দেল জেলার ১৫টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। বাকি ১৩টিতে ভোটগ্রহণ হবে ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায়। এর পাশাপাশি, বিহারের চার, উত্তরাখণ্ডের পাঁচ, মহারাষ্ট্রের ছয়, উত্তরপ্রদেশের আট এবং রাজস্থানের ১২টি আসনে ভোট হবে শুক্রবার। তবে এই দফায় সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হচ্ছে তামিলনাড়ুতে। দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যে ৩৯টি লোকসভা আসনের সবগুলিতেই ভোটগ্রহণ হবে প্রথম দফায়।

দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্তের সংখ্যা শতাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ এসএসসির নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে প্রথম চার্জশিট জমা করল ইডি। বৃহস্পতিবার ইডির বিশেষ আদালতে এই চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ৩০০ পাতার মূল সেই চার্জশিটে অভিযুক্তের সংখ্যা ১০০ জনের বেশি। সেই অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিন্‌হা, 'মিডলম্যান' প্রসন্ন রায়-সহ ১৮ জন এবং ৯০টির বেশি সংস্থার নাম। ইডি মনে করছে, এই মামলায় একাদশ-দ্বাদশ অযোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা ১১২০ জনের কাছাকাছি। নবম-দশমে সেই সংখ্যা ৯৪৬ জনের কাছাকাছি। এই মামলায় একাধিক 'এজেন্ট' এবং 'মিডলম্যান' জড়িত রয়েছেন বলেও চার্জশিটে দাবি করেছে ইডি। মূল চার্জশিটের পাশাপাশি ১৭ হাজারেরও বেশি পাতার নথিও আদালতে জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। উল্লেখ্য, নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ সালের ১০ অগস্ট এসএসসির উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন প্রধান শান্তিপ্রসাদকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তার আগে ওই বছরের ৩ এপ্রিল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হন তিনি। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগ ছিল শান্তিপ্রসাদের বিরুদ্ধে। গ্রুপ সি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। নিয়োগ সংক্রান্ত যে উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তার চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়েছিল শান্তিপ্রসাদকে।

পদ্মে প্রার্থী বাছাইয়ে এবার ডিগ্রি যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ সংগঠক দিলীপ ঘোষের থেকে রাজ্য বিজেপি যে অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদারের হাতে গিয়েছে, তা স্পষ্ট হয়েছিল দলের বিভিন্ন পদাধিকারীদের পরিচয়ে। দলের যুব মোর্চার দায়িত্ব গিয়েছিল চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁয়ের হাতে। রাজ্য কমিটিতে জায়গা পেয়েছিলেন চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদেরা। এ বার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থিতালিকাতেও সেই ডিগ্রিরই গুরুত্ব। প্রার্থিতালিকা ঘোষণার প্রথম থেকেই সেটা টের পাওয়া গেলেও অপেক্ষা ছিল ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থীর নাম ঘোষণা পর্যন্ত। ওই আসনে প্রার্থী হতে পারেন এমন দুই আইনজীবীর নাম শোনা গিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদের নাম চূড়ান্ত না হওয়ায় হার মানতে হল আইনজীবীদের। জিতে গেলেন চিকিৎসকরা। বিজেপি এ বার প্রার্থী নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশার উপরে যে জোর দিয়েছে, তা স্পষ্ট মোট ৪২ জনের মধ্যে ২৬ জন প্রার্থীর পরিচয়ে। এঁরা সকলেই নিজেদের পেশাগত কর্মজীবনে সফল। তবে অনেকে এমনও রয়েছেন, যাঁদের কর্মজীবন বা ডিগ্রিগত পরিচয় ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভারী নাম কলকাতা উত্তরের প্রার্থী তাপস রায়। সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা তাপসকে রাজনীতিক হিসাবেই সবাই চেনেন। তবে আদতে তিনি আইনজীবী। এ ছাড়াও দমদমের প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত, পুরুলিয়ার জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতোর আইনজীবী পরিচয় অনেকের কাছেই অজ্ঞাত।

অস্তাচলে আরাবুল, সরিয়ে দিলেন তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ একটা সময়ে ভাঙড়ের রাজনীতিতে তাঁর ওপরেই নির্ভর করত তৃণমূল। সেই আরাবুল ইসলামকেই দলের সব সাংগঠনিক পদ থেকে সরিয়ে দিলেন শাসকদলের শীর্ষনেতৃত্ব। বুধবার তৃণমূলের তরফেই এ কথা জানানো হয়েছে হয়েছে। গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ভাঙড় বিধানসভার 'আহ্বায়ক' পদ দেওয়া হয়েছিল আরাবুলকে। সেই পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরে আরাবুল দলের আর কোনও সাংগঠনিক দায়িত্বে নেই। এখন তিনি শুধু তৃণমূলের একজন কর্মী। যে সূত্রে ভাঙড়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তৃণমূলে 'আরাবুল জমানা' কি শেষ? উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা পুলিস আরাবুলকে 'তোলাবাজি'র অভিযোগে গ্রেফতার করে। তার পরে আরও একাধিক মামলা দায়ের হয় আরাবুলের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তিনি জেলবন্দি। সেই সময়ে দলের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় খানিকটা 'বিস্মিত' আরাবুল-অনুগামীরা। তবে গত কয়েক বছরে ভাঙড়ের রাজনীতিতে 'কোণঠাসা' হয়ে পড়েছিলেন আরাবুল। তাই তিনি সাংগঠনিক পদ হারানোর পরেও ভাঙড়ে সে ভাবে কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ লক্ষ করা যায়নি। আরাবুলকে দলের সাংগঠনিক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তৃণমূলের একটি সূত্র জানিয়েছে, কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে 'অসহযোগিতার' অভিযোগ তুলে স্ত্রীর মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আরাবুল। তাঁর স্ত্রী জাহানারা বিবি অভিযোগ করেছেন, স্বামীর বিরুদ্ধে মোট ১৩টি মামলা রয়েছে বলে তাঁরা অবগত। এর বাইরে তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা রয়েছে কি না, তা জানতে চাইলেও কলকাতা পুলিশ তাঁদের সেই তথ্য দিচ্ছে না। শাসকদলের নেতার স্ত্রীর এমন অভিযোগে 'অস্বস্তিতে' পড়েছে কলকাতা পুলিশ। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে ওই মামলার শুনানিতে আরাবুলের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি দাবি করেন, পুলিশি হেফাজতে রেখেই একের পর এক মামলায় যুক্ত করা হচ্ছে আরাবুলকে। দু'দিন আগেই নতুন একটি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে তাঁকে। রাজ্যের আইনজীবী দাবি করেন, মোট ক'টি মামলা রয়েছে, তা জানাতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

মাস্ককে ৫,৬০০ কোটি ডলার পারিশ্রমিক টেসলার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি টেসলার পরিচালনা পর্ষদ আবারও কোম্পানির প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্কের বার্ষিক পারিশ্রমিক অনুমোদনে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ জানিয়েছে। ২০১৮ সালে ইলন মাস্কের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় ৫৬ বিলিয়ন বা ৫ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। কিন্তু চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ডেলাওয়ারের এক আদালত এই বেতন-ভাতা অতিরিক্ত বলে খারিজ করে দেন। আদালত বলেন, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মাস্কের এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি। ইলন মাস্কের এই বার্ষিক পারিশ্রমিকের মধ্যে বেতন বা নগদ বোনাস নেই; বরং টেসলার বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এই প্রাপ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। টেসলার বর্তমান বাজারমূল্য ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলার। আগামী ১০ বছরে এই মূল্য ৬০০ বিলিয়ন বা ৬০ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হতে পারে। ডেলাওয়ারের আদালত রায়ে বলেছেন, মাস্কের এই বেতন–ভাতা কল্পনারও অসাধ্য; এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য তা অন্যায্য। এখন টেসলার পরিচালনা পর্ষদ নতুন করে ভোটাভুটির আহ্বান জানিয়েছে মূলত মাস্কের এই প্রাপ্যের বিষয়ে সমর্থন বাড়াতে, এবং আদালতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যে পর্ষদ একমত নয়, তা বোঝাতে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের করপোরেট ইতিহাসে সর্বোচ্চ অঙ্কের পারিশ্রমিক। আদালত গত জানুয়ারি মাসে তা খারিজ করে দিলেও তার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ আছে। সেই রায়ের পর নিউইয়র্কের শেয়ারবাজারে টেসলার শেয়ারের দাম প্রায় ৩ শতাংশ কমে যায়। সামগ্রিকভাবে টেসলার ব্যবসাও ভালো যাচ্ছে না। চীনের কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গাড়ির দাম কমাতে হয়েছে তাদের। গত বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে তাদের মুনাফা হয়েছে ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ; গত চার বছরের মধ্যে যা ছিল সবচেয়ে কম। এই পরিস্থিতিতে ইলন মাস্ককে বিপুল পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়ার চেষ্টা করছে টেসলা। টেসলার প্রধান নির্বাহী ও প্রধান শেয়ারহোল্ডার হওয়ার পাশাপাশি ইলন মাস্ক সাবেক টুইটার ও বর্তমান এক্সের মালিক। এ ছাড়া রকেট কোম্পানি স্পেসএক্স, ব্রেন চিপ ফার্ম নিউরালিংকসহ আরও বেশ কয়েকটি কোম্পানিরও মালিক তিনি। এক্স কেনার জন্য টেসলার শেয়ারের বড় একটি অংশ বিক্রি করে দিয়েছিলেন ইলন মাস্ক। বর্তমানে এক্সের প্রায় ১৩ শতাংশ শেয়ারের মালিক তিনি। ২০২২ সালে পারিশ্রমিক হিসেবে ২ হাজার ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার পেয়েছিলেন ইলন মাস্ক।

প্রচারণা, কী বলছে অর্থনীতির পরিসংখ্যান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন। ভারতের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৯৬ কোটি মানুষ ভোটার। এক মাস ধরে চলবে এই ভোট উৎসব। ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টানা তৃতীয়বার নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন—ঘটনাটি বিরল। সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত ২১ শতকের অর্থনৈতিক পরাশক্তি হতে যাচ্ছে। তারা এখন প্রকৃত অর্থেই চীনের বিকল্প হতে চাইছে। বিভিন্ন কারণে পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর চীন ছাড়ার যে হিড়িক শুরু হয়েছে, তাদেরকে বিনিয়োগের বিকল্প ক্ষেত্র দেওয়ার চেষ্টা করছে দেশটি। পশ্চিমের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, যদিও ভারতের সঙ্গে বিশ্বের প্রায় সব বড় অর্থনীতির সম্পর্ক ভালো। দেশটি আগ্রাসীভাবে বিশ্বের বড় সব কোম্পানিকে কারখানা স্থাপনে আহ্বান জানাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মোদির ভারত নিয়ে যে অতিমাত্রায় প্রচারণা চলছে, তার যৌক্তিকতা কতটা? বিশেষ করে দেশটির বিপুলসংখ্যক মানুষ এখনো যেহেতু দরিদ্র। এমনকি ভারতের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ফলে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের প্রকৃত অবস্থা কী, তা মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে সরকারি ও অন্যান্য দাপ্তরিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সিএনএন দেখিয়েছে, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর ভারত কেমন করেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল এই অর্থনীতি ভবিষ্যতে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে, তা নিয়েও পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। ২০২৩ সালের ভারতের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির আকার ছিল ৩ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি ডলার। ফলে দেশটি এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি; মোদি ক্ষমতায় আসার পর ভারত এ ক্ষেত্রে চার ধাপ এগিয়েছে। আগামী কয়েক বছরে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ৬ শতাংশের ঘরে থাকবে। যদিও বিশ্লেষকেরা মনে করেন, অর্থনৈতিক পরাশক্তি হতে ভারতকে ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। দীর্ঘদিন উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করলে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির কাতারে আরও কয়েক ধাপ উঠে যাবে। অনেক পর্যবেক্ষক বলছেন, ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির তকমা অর্জন করবে। বর্তমানে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হলেও মাথাপিছু জিডিপিতে ভারত এখনো অনেক পিছিয়ে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুসারে, মাথাপিছু জিডিপিতে ভারত এখন বিশ্বের ১৪৭তম দেশ। সুইজারল্যান্ডের সেন্ট গ্যালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামষ্টিক অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক গুইডো কোজ্জি বলেন, ভারতের অর্থনীতি যত বাড়বে, চুইয়ে পড়া তত্ত্বের আলোকে সে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বা জিডিপিও বাড়বে। একই সঙ্গে তাঁর সতর্কবাণী, এই চুইয়ে পড়া তত্ত্ব দিয়ে যে অসমতা হ্রাস করা যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে—এমন নীতি প্রণয়ন জরুরি বলে তিনি মনে করেন। তিন দশক আগে চীন যে কাজে হাত দিয়েছিল, ভারত এখন সেই কাজ শুরু করেছে। এখন অবকাঠামো খাতে শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে—রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে, বন্দর, বিমানবন্দর ও রেলওয়ে খাতে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৩০১২
রূপা (১ কেজি) : ৮৩২৮৭
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৫০

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭২৪৮৮.৯৯
নিফটি—	২১৯৯৫.৮৫
ন্যাসডাক—	১৫৬৮৩.৩৭
এ.সি.সি—	২৪১২.১০
ভারতী টেলি—	১২৬৭.২০
ভেল—	২৫৩.১৫
এল এন্ড টি —	৫২৭৬.০৫
টাটা মোটর্স—	৯৭১.৪০
টি.সি.এস. —	৩৮৬৩.৫০
টাটা স্টিল—	১৬০.০০
ডাবর —	৫০৪.১০
গোদরেজ —	৮৪৬.০০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৯৪.৬০
আই.টি.সি.—	৪১৮.৯৫
ও.এন.জি.সি.—	২৭৪.৩০
সিপলা —	১৩৫২.৯৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২৩৭.৯০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪৭০.০০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৫৫.৪৫
সেল—	১৪৪.৮৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৪৪.৮০
সিমেন্স—	৫৫৮৪.৩০
ফাইজার—	৪১০২.০০
ইউনিটেক—	১১.৭৯
উইপ্রো—	৪৪৪.৩০
ডা. রেড্ডি–	৫৯৫৯.১০
মারুতি—	১২৪০৩.৬৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০২৪.১৫
টি সি আই —	৮৬৬.৫০
মহানগর টেলি —	৩৫.৭৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২২৩.২৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ১৯ এপ্রিল

১৭৭৫

লেসিংটনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকে আমেরিকা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করে। ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ হয়েছিল। তার পর ব্রিটিশ রাজশক্তি আমেরিকা স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। আসলে ব্রিটেন তাদের দেশ থেকে বেশ কিছু লোককে পরিশ্রমের কাজ করানোর জন্য আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল তখন সেটি ছিল তাদের কলোনি। তবে, সেই কলোনিগুলি বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে শাসন চালাতো ব্রিটেন। এই বিভিন্নভাগে ভাগ হওয়ায় ১৩টি ব্রিটিশ কলোনি একযোগে বিদ্রোহ করে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। ব্রিটেন থেকে সেনাবাহিনী গিয়ে সেই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টাও করা হয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে সেনাবাহিনী হেরে যায়। আমেরিকা একটি পুরোপুরি স্বাধীনতা দেশে পরিণত হয়। ব্রিটেনে যে রাজতন্ত্র ছিল আমেরিকায় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেখানে পুরোপুরি একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল। এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। তিনি ১৭৮৯ সালে প্রথম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হাতে নেন।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯১৮

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
	■	৫		৬	■	৭	
৮	৯	■	■		■		■
■		■	১০	■	■	১১	১২
১৩		■	১৪	১৫		■	
	■	১৬	■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি ঃ- ১) গল্প বই। ৩) অজগর সাপ। ৫) তালজ্ঞানহীন। ৭) দেহ। ৮) হত দরিদ্র। ১১) লতিকা। ১৩) ইজ্জতদার। ১৪) এক ধরনের তুলো। ১৭) বানী। ১৮) তাগাদা।

উপরনীচ ঃ- ১) শাখা নদী। ২) সূর্য। ৩) প্রকান্ড। ৪) মোটা লাঠি। ৬) নজর বা দৃষ্টি। ৭) ক্লান্তি। ৯) নদী। ১০) যে কিছুই বোঝে না। ১২) বহুধন সম্পত্তির মালিক। ১৩) শ্রীকৃষ্ণ। ১৫) লালিত। ১৬) সময়।

উত্তর - ৫৯১৭

পাশাপাশি ঃ- ১) বেতার ৩) বরাত ৫) শিথিল ৬) রীতি ৮) শশক ৯) রীতিনীতি ১০) তবলচি ১২) বদল ১৪) জালা ১৬) দিবস ১৭) শমন ১৮) তরঙ্গ। **উপরনীচ** ঃ-১) বেবশ ২) রসিক ৩) বলকারী ৪) তরী ৭) তিব্বতি ১০) তরজা ১১) চিরদিন ১২) বসত ১৩) লবঙ্গ ১৫) লাশ।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

৬ বৈশাখ, ভাঃ ৩০ চৈত্র, **১৯ এপ্রিল** ৬ বহাগ, সংবৎ ১১ চৈত্র সুদি, ৯ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৭, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৬। **শুক্রবার,** একাদশী রাত্রি ঘ ৮।৫৬ মিঃ। মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।১১ মিঃ। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ঘ ২।৫০ মিঃ। বণিজকরণ, দিবা ঘ ৮।০ গতে বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ৮।৫৬ গতে ববকরণ। **জন্মে**–সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ১২।১১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**– দোষ নাই। **যোগিনী**- অগ্নিকোণে, রাত্রি ঘ ৮।৫৬ গতে নৈর্ঋতে। **বারবেলাদি**- ঘ ৮।২৭ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৮।৪৬ গতে ১০।১২ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ৮।০ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত গ্রহপূজা। **বিবিধ**-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ - মনস্তাপ। **বৃষ** - চিত্তচাঞ্চল্য। **মিথুন** - শুভ প্রয়াস। **কর্কট**-সমাজ সেবা। **সিংহ**- আশাভঙ্গ। **কন্যা**-বৈরাগ্যভাব। **তুলা**-স্বজন বিরোধ। **বৃশ্চিক**-আইনি সমস্যা। **ধনু**-প্রণয়াসক্তি। **মকর**- পরিশ্রমে লাভ। **কুম্ভ**-ব্যবসায় মন্দা। **মীন**-রমণী প্রীতি।

আগামীকাল

মেষ - আত্মগ্লানি। **বৃষ**- অনর্থপাত। **মিথুন** - মতানৈক্য। **কর্কট**-নির্যাতন। **সিংহ**- ক্রোধান্বিত। **কন্যা**-দুশ্চিন্তা। **তুলা**- বাসনা পূরণ। **বৃশ্চিক**- বন্ধুদ্বারা উপকৃত। **ধনু**- উচ্ছাশা। **মকর**- পকেটমারী। **কুম্ভ**-পারিবারিক শুভ। **মীন**-ব্যবসায় ক্ষতি।

জেলায়-জেলায়

সেলিমের মনোনয়ন পেশে সিপিএমের উত্তরীয় গলায় ‘কমরেড’ অধীর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৮ এপ্রিলঃ ভোটে জিততে রাজনৈতিক দলের নেতাদের কী না করতে হয়। এবার তার নতুন নজির তৈরি করলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সিপিএমের উত্তরীয় গলায় পরে সেলিমের সঙ্গে হাঁটলেন তিনি। বিরল এক দৃশ্যের সাক্ষী রইলেন মুর্শিদাবাদবাসী। লোকসভা ভোটের আবহে এই প্রথম বার এক ফ্রেমে এলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এবং সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সিপিএম প্রার্থী সেলিমের মনোনয়ন পেশের নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল। অধীর আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি সেলিমের মনোনয়ন জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে থাকবেন। বৃহস্পতিবার তিনি শুধু রইলেনই না, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির গলায় শোভা পেল সিপিএমের নির্বাচনী প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ি-তারা ছাপা উত্তরীয়। কার্যত সেলিমের ‘কমরেড’ হয়েই তাঁর পাশে রইলেন অধীর। যিনি লড়ছেন মুর্শিদাবাদের পাশের আসন বহরমপুর থেকেই।

মুর্শিদাবাদে ভোট গ্রহণ আগামী ৭ মে। অধীরের কেন্দ্রে ১৩ মে। বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী আরও দু’-তিন দিন পরে মনোনয়ন জমা দেবেন। সেখানে থাকার কথা সেলিমেরও। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন জঙ্গিপুরের কংগ্রেস প্রার্থী মোর্তাজা হোসেন (বকুল)-ও। ফোনে ফোনে জোটের কথা সেরে নিয়েছেন তাঁরা। মুখোমুখি বৈঠক ছাড়াই বাংলায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩৯টি আসনে বাম-কংগ্রেসের বোঝাপড়া স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রার্থিতালিকা ঘোষণা, প্রচার- কোনও পর্বেই দুই শিবিরের দুই সর্বোচ্চ নেতাকে এর আগে একসঙ্গে দেখা যায়নি। দুই দলের জেলা স্তরের নেতারা চাইছিলেন দু’জন একসঙ্গে যৌথ কর্মসূচিতে থাকলে নিচুতলায় জোট নিয়ে কর্মীদের জড়তা কাটবে। অবশেষে এক ফ্রেমে দেখা গেল সিপিএম এবং কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতাকে। তবে কৌতূহল রইল অধীরের মনোনয়নে সেলিমের গলায় হাত চিহ্ন আঁকা উত্তরীয় ওঠে কি না তা নিয়ে।

মিলে গেল কণ্ঠস্বর, নিয়োগ দুর্নীতির সব প্রমাণ মুছে ফেলতে বলেছিলেন কাকুই!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ ফরেন্সিক রিপোর্টে মিলে গেলে ‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর। সূত্রের খবর, সিভিক ভলান্টিয়র রাহুল বেরার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ‘কাকু’-ই। তবে জেরা চলাকালীন বারবার অস্বীকার করেছিলেন সুজয় কৃষ্ণ। তাহলে কি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গোয়েন্দাদের হাতে আসবে আরও বড় কোনও ক্লু? উঠছে প্রশ্ন।

বস্তুত, কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা নিয়ে কম টালবাহানা হয়নি। এর আগে একবার নমুনা নিতে গিয়ে এমএসভিপি-র বাধার মুখে পড়েছিল ইডি। সেই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা। শেষমেশ চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে জোকা ইএসআই হাসপাতালে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সুজয় ভদ্রকে।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে যেদিন সুজয়ের বাড়িতে প্রথম হানা দিয়েছিলেন গোয়েন্দারা, সেই দিনই তদন্তকারী সংস্থার অপর একটি টিম হানা দিয়েছিল রাহুল বেরার বাড়িতে। এই রাহুল বেরা পেশায় একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। ইডির দাবি, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে ‘কাকুর’। সেদিনের অভিযানে রাহুল বেরার ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। গোয়েন্দাদের দাবি, রাহুল বেরা নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে একজনের টেলিফোনিক কথোপকথনের একটি ফাইল ইডির হাতে এসেছিল। ওই ব্যক্তি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলে দাবি ইডির। ইডির দাবি, অডিও ক্লিপিংয়ে শোনা যাচ্ছে, রাহুলকে বলা হচ্ছে, মোবাইলে থাকা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য মুছে ফেলো। এই গলা যে কাকুর সেই কণ্ঠস্বরেরই নমুনা নিয়েছিল ইডি। আর নমুনা পরীক্ষার পর সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্ট বলছে, সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে যিনি কথা বলছেন তিনি সুজয় কৃষ্ণই।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “এই ভয়েস স্যাম্পেল মিলবে সেটা সকলের জানা। তবে এর উপর নির্ভর করে যদি হরিপালের বড় কোনও ডাকুকে ধরে মানুষ আর সেটা নেবে না।” অপরদিকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, “এটি আদালতের বিচারাধীন বিষয়। এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।”

বিএসএনএল লাগোয়া মাঠে অগ্নিকাণ্ড, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ১৮ এপ্রিলঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল শহর পুরুল্যায়। এই ঘটনায় রীতিমত আতঙ্কিত গোটা শহরের বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, পুরুল্যা দেশবন্ধু রোডের বিএসএনএল আবাসনের মাঠে জড়ো করে রাখা ছিল প্রচুর ফাইবার পাইপ সহ নানান দাহ্য পদার্থ। তাতেই আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়ায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কালো ধোঁয়ায় গোটা আকাশ মুহূর্তেই ঢেকে যায়। এলাকার মানুষ তড়িঘড়ি খবর দেয় দমকলে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। একই সঙ্গে পুরুল্যা সদর থানার পুলিশ কর্তারাও ছুটে আসেন। যদিও অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যায়নি।

এই বিষয়ে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষয়ক্ষতির ফলে অনেকটাই সমস্যা হবে। তাঁদের মনেও আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। পুরুল্যা-বাঁকুড়া ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেশবন্ধু রোড। হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তার উপর দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন। দেশবন্ধু রোড সিটি সেন্টার এলাকা নামে পরিচিত। এখানে চারতারা হোটেল এবং বিভিন্ন মল রয়েছে। রয়েছে একাধিক বড় বড় রেস্তোরাঁ ও ক্যাফে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্যের মাত্রা একটু বেশি। যদিও দমকলকর্মীরা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

নির্মীয়মাণ বাড়িতে মজুত ছিল বোমা, ফাটতেই শোরগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৮ এপ্রিলঃ আচমকাই বোমার আওয়াজ। বাইরে থেকে ছোড়া হয় বোমা। নাকি বোমা মজুত ছিল বাড়িতে। এই নিয়ে শোরগোল। শুধু তাই নয়, জামুরিয়ার দুটি পরিবারে তরজা শুরু হয়। তরজা সিপিএম তৃণমূল বিজেপির মধ্যেও। যদিও এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

অজয় নদের ধারে বীরভূম-জামুরিয়ার শেষ সীমানার গ্রাম বাগডিহা। বুধবার রাত্রিবেলা গ্রামের ভিতরে হঠাৎ বোমার আওয়াজ শোনা যায়। এলাকাবাসী ঘুম থেকে উঠে পড়েন। বাইরে বেরিয়ে দেখেন লাল আলো ও ধোঁয়া। এই গ্রামের পাশাপাশি দুটি পরিবার শীল ও গড়াইদের মধ্যে লেগেছে বাদবিবাদ। সেই বিবাদেই এবার লেগেছে রাজনীতির রঙ। শীল পরিবারের দাবি, রাত্রিবেলা কাজল গড়াইয়েদের নির্মীয়মাণ ফাঁকা বাড়িতে হঠাৎ করেই তীব্র আওয়াজে বোমা ফাটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় পাশের শীলদের বাড়ির শৌচালয় ও বাড়ির অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন শীলদের বাড়িতে কেউ ছিল না। রামনবমীর প্রসাদ খেতে বাইরে গিয়েছিলেন সবাই। বাড়িতে ছিল ১৪ বছরের রুপালি। আওয়াজ শুনতে পেয়ে ভয়ে বাইরে ছুটে আসে সে।

এ দিকে, বোমাবাজির ঘটনায় এলাকায় পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার পুলিশ। অপরদিকে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই গড়াই বাড়ির সদস্যদের দাবি বাড়িতে বোমা ফেটেছে সেই বাড়িটি নির্মীয়মান। সেখানে কেউ থাকে না। কোনও বাউন্ডারিও নেই। এমনকী দরজা জানালাও নেই। তাঁরা থাকেন অন্য জায়গায়। ফলে তাদেরকে ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করে কেউ সেখানে বোমা রেখে দিয়ে আসতে পারে। হয়ত প্রচন্ড গরমে সেই বোমা ফেটে গেছে।

যদিও ভোটের আগে এই ঘটনায় তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএমে লেগেছে তরজা। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, যে বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সেই বাড়ির অন্যতম সদস্য কাজল গড়াই বিজেপি নেতা। পঞ্চায়েত ভোটে সমিতির হয়ে প্রার্থীও হয়েছিলেন। তৃণমূল জেলা সভাপতির অভিযোগ, ভোটের আগে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য ওই কাজল গড়াই ওখানে বোমা মজুত করছিল। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ বিজেপি কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে তৃণমূল বোমা ছুড়েছে। পাল্টা নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি, ওই গোটা পাড়াটি তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য। কাজল ওখানে বিজেপি করে বলে তাকে ফাঁসানোর জন্য তৃণমূলের নেতাকর্মীরা এই কান্ড ঘটিয়েছে।

ভূমি দফতরের অফিস থেকে উদ্ধার নাইটগার্ডের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৮ এপ্রিলঃ ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণীতে অবস্থিত ব্লক ভূমি দফতরের কার্যালয়ের ভেতর থেকে নাইটগার্ডের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চঞ্চল্য এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম সুভাষ দলুই। সুভাষের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইলের ভূমি দফতরের অফিসে নাইটগার্ডের পোস্টে কর্মরত ছিলেন সুভাষ। প্রত্যেক দিন বেলা দশটা নাগাদ অফিস খুলতেন এই নাইটগার্ড, কিন্তু আজ বেলা বাড়লেও অফিস না খোলায় সন্দেহ হয় আধিকারিকদের আর তখনই খবর দেওয়া হয় সাঁকরাইল থানার পুলিশকে। তড়িঘড়ি সাঁকরাইল থানার পুলিশ গিয়ে অফিসের তালা ভেঙে ঢুকে দেখে খাটের উপরে পড়ে রয়েছেন নাইটগার্ড সুভাষ দলুই। পুলিশ ওই নাইটগার্ডের দেহকে স্থানীয় ভাঙ্গাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয়েছে নাইটগার্ডের। তবে অসুস্থতার কারণে মৃত্যু? নাকি এর পেছনে অন্য রহস্য তা সমস্তটাই তদন্ত শুরু করছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

জেতাতে চায় কমিশন

ভোট করানো যাদের দায়িত্ব তারা যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয় তাহলে বিরোধীরা যায় কোথা। শাসক শ্রেণী যে অভিযোগ করুক তাতেই গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। আর বিরোধীরা যত বড় অভিযোগ করুক কমিশন নিশ্চুপ। কমিশনে যারা বসে আছেন তাদেরকে মানুষ দেখছেন মানুষ রূপে। তবে তারা যে এতটা প্রতিক্রিয়াহীন এটা অনুমান করাই মানুষের কাছে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কমিশনের খরচ চলে জনগণের টাকায়, শাসক দলের লোকেদের বাবার টাকায় নয়। জনগণের মধ্যে ভোটারদের ৩৭ শতাংশ ভোটে যারা জয়ী হয়েছে তারা শাসন ক্ষমতা পেয়েছে বলে সব তাদের মত চলবে, আর বাকি ৬৩ শতাংশ যারা পেয়েছে তাদের ভোটের কোন মূল্য নেই কমিশন সেটাই বোঝাতে চাইছে। গত ছয় মাস ধরে বিরোধীরা কমিশনকে চিঠি দিয়েছে আলোচনা এবং বৈঠকের জন্য। কমিশন তাতে কোন গুরুত্ব দেয়নি। অথচ শাসক দলের চুনো পুঁটি কেউ চিঠি লিখলেই সঙ্গে সঙ্গে নড়ে চড়ে বসছে নির্বাচন কমিশন। এর অর্থ একটাই নির্বাচন কমিশন চাইছে যে ভাবে হোক পাপার দলকে জেতাতে হবে। তাতে যে যাই সমালোচনা করুক গায়ে মাখার কোন প্রয়োজন নেই। নির্বাচন কমিশন থেকে অবসর নিলে লোভনীয় পদ পাওয়া যেতে পারে, আর যদি শাসকের সাথে বেইমানি করা হয় তাহলে অশোক লাভাসার মত ভুগতে হতে পারে। এই বাজারে কে আর ভুগতে চায়। তা থেকে মান, সম্মান, লজ্জাভয় হারিয়ে বেহায়া সাজাই ভাল। এতে পাপার কাছে ভাল ছেলে হওয়া যাবে, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। পরিবারের লোকেদের ভবিষ্যৎও মজবুত হবে। ওদিকে সুপ্রিম কোর্টে ইভিএম, ভিভি প্যাট নিয়ে শুনানি চলাকালিনই খবর এসে যায় কেরলে বিরোধী দলের এজেন্টদের সামনে ইভিএম টেস্টিং করা হলে বিজেপির ভোট বেশী হয়ে যায়। এতেই সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়। টেস্টিং-এ যদি একটি ভোট বেশী হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ ইভিএমে কত ভোট বিজেপি বেশী নিয়ে নেবে অনুমান করা মুশকিল। এরপরও যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের ডেকে আরও একটি শায়েরি শুনিয়ে দেন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এখনও পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ওই মামলার রায় ঘোষণা করেনি। প্রত্যেকটি ভিভি প্যাট মেলানো হবে কিনা জানা যায়নি । মানুষ দেখতে চান সুপ্রিম কোর্টও নির্বাচন কমিশনের মতই কানে তুলো দিয়ে আবেদনকারির আর্জি শুনে গেল ফল কিছুই এল না। আবার অনেকে বলছেন ইভিএম টেস্টিং-এ যে বিষয়টি উঠে এল তারপরও যদি সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টিকে কমিশনের হাতে ছেড়ে দেয় তাহলে কমিশন বিজেপিকে জিতিয়ে দিলে মানুষ আশাহত হবেন, করার কিছু থাকবে না। যেমন পেগাসাস, রাফেল ইত্যাদি মামলায় দেখা গেছে। অপেক্ষা করতে হবে সুপ্রিম কোর্ট কি রায় দিচ্ছে তার জন্য, তবে এটা ঠিক কমিশন আপ্রাণ চেষ্টা করবে পাপার দল যাতে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়, তাতে ইভিএম যদি ম্যানেজ করতে হয়, কোনও অসুবিধা নেই।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্মযোগের তত্ত্ব

সাধক হয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতার অপনোদন করছেন না, আর কল্যাণ চাইছেন! স্থূল শরীরকে নিজের বলে মনে করা বেইমানি, সূক্ষ্ম শরীর এবং কারণ শরীরকেও নিজের মনে করা বেইমানি। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি শরীরেই সম্বন্ধ সংসারের সঙ্গে, আপনাদের সঙ্গে নয়। এই তিনটি আপনাদের নয়, আপনারাও এগুলির নন।

যদি পাপের ফল (দুঃখ না চাইতেই আমরা পাই তাহলে পুণ্যের ফলও (সুখ) না চাইতে আমরত্রা পাব না কেন? তা আমরা অতি অবশ্যই পাব। ব্যাধি কি কখনো চাওয়া হয়? তার জন্য কি চেষ্টা করা হয়? জ্যোতিষীকে কি কখনো জিজ্ঞেস করেন যে অসুখ তো হল না, কী করা যাবে? মহারাজ! বলুন তো কবে অসুখ হবে? পাঁচ-ছ বছরে আমাদের বাড়ির কেউ মারা যায়নি—কে কবে মারা যাবে, এমন ইচ্ছা কি হয়? দশ বছর ধরে ব্যবসায়ে কোনো ক্ষতি হয়নি। কবে হবে, এরকম ইচ্ছা কি হয়? ক্ষতির জন্য কি কোো চেষ্টা করা হয়? তাহল্যে কি ক্ষতি হয় না? তাৎপর্য হল না চাইতে যেমন দুঃক আসে তেমনই না চাইতে সুখও পাওয়া যায়। তাহালে সুখের যাঞ্চা কেন?

যিনি পাপের ফল জোর করে ভোগান এবং পুণ্যের ফলের জন্য আমাদের নাকখত দেওয়ান তিনি কী করে ভগবান হতে পারেন? তিনি যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহলে আমাদের খাদ্য দিন, নইলে আমাদের বেঁচে থাকারীক এমন গরজ?

ক্রমশ...

খাঁদা দাদুর পাণ্ডুলিপি

দ্বিতীয় গল্প - ডাকাত ভুত

বনবিবি

পরবর্তী অংশ ...

আমরা ঘাড় নাড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, দুটো গুলিই লেগেছিল?

দাদু বলল না একটা, ঠিক বুকের মাঝখানে।

গৌড় বলল কিন্তু আমাদের হার্ট তো বুকের বাঁদিকে থাকে।

দাদু বলল সে থাকে হয়ত,তবে ওই একটা গুলিতেই ডাকাত অক্কা পেয়েছিল।

চিকু জিজ্ঞেস করল দাদু টিভির লোক আসেনি?

দাদু ঘাড় নেড়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছিল, বড় বড় ক্যামেরা নিয়ে। তাদের বড় বড় গাড়ি, কিন্তু পাড়ার রাস্তা তো ছোটো। তার ওপর মাটির রাস্তা, ঢুকবে কি করে? পীচ রাস্তা থেকে আধঘন্টা হেঁটে তাদের আসতে হত। পাড়ায় যদি সেই সময় ভালো রাস্তা থাকত যদি গাড়ি ঢুকতে পারত তাহলে মনে হয় মাস খানেক তারাপদর বাবা দোকান রেখে দিত। আসতে ইচ্ছে করলেও রাস্তা নেই বলে অনেকে আসতে পারেনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা দাদু ডাকাতরা ওদের সঙ্গীকে ফেলে চলে গেল কেন?

দাদু বলল ওরা কেন নিয়ে যায়নি তা সঠিক জানিনা তবে বাবাদের বলতে শুনেছি ওকে নিয়ে গেলে গোটা দলটা ধরা পড়ে যেতে পারত। বুকে গুলি লেগেছিল তাই বেঁচে থাকলে তাকে নিশ্চই কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হত, সেখানে গেলে ধরা পড়ার ভয় আরও বেশি। আবার মরে গেলেও তার দেহ হয় পোড়াতে হত না হয় কবর দিতে হত, তাতেও লোক জানাজানির ভয়। তবে ওদের নাকি নিজস্ব একটা নিয়ম ছিল, ওদের কোনও সঙ্গী মারা গেলে তার সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ওরা নিত।

চিকু জানতে চাইল, এর জন্যেই কি কদম তলা বাজে জায়গা?

দাদু আর একবার নস্যি টেনে দুবার ফোঁ ফোঁ করে ধুতির খুঁটে নাক মুছে খনা গলায় বলল, তাও বলতে পারিস। তবে আমার নিজেরও একটা অভিজ্ঞতা আছে, খুবই তিক্ত সে অভিজ্ঞতা। ঠিক ওই জায়গাতেই। তারপর থেকে রাতে আমি একা কখনও আর ওমুখো হইনি।

আমরা সকলেই প্রায় একসাথে জিজ্ঞেস করে উঠলাম, কি সেই অভিজ্ঞতা?

দাদু আর একবার নাকটা টেনে বলল, তোদের দেখছি তর সয় না। বাকিটা কাল বলব আজ আর বকতে ভালো লাগছেনা।

আমরাও নাছোড়, বললাম, বলোনা দাদু কি হয়েছিল? সকলেই বলতে থাকল বলোনা বলোনা...

দাদু ধমক দিয়ে বলল, তোরা থামবি! উফ! বলছি বলছি। না বললে দেখছি খেয়েই ফেলবি আমাকে। মরে গেলে ছাড়বি তো, না শ্মশানে গিয়ে বলবি, দাদু বলোনা বলোনা !

আমরা মুখ কাচুমাচু করে বসে রইলাম। শেষ কথাটায় আমরা যে কষ্ট পেয়েছি দাদু সেটা বুঝতে পেরে একগাল হেসে বলল, বলব রে বাবা বলব। আর মন খারাপ করতে হবে না খুব হয়েছে। বলে দাদু বলতে শুরু করল, শোন তবে। এই রকম সময় চৈত্র মাস যদু পাড়ার কালী পুজোয় প্রতি বছর সুন্দর বিচিত্রানুষ্ঠান হত। কলকাতা থেকে বড় বড় শিল্পীরা আসত। ওসব গানবাজনা আমার যদিও খুব একটা পছন্দ নয়। সারাদিন খেটেখুটে একটু শুতে পারলে প্রাণ জুড়োতো। সে বছর তোদের ঠাকুমা জেদ ধরল খুব। তার হ্যাঁ কিছুতেই না করা গেলনা। সন্ধ্যের সময় রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় পাড়ার অনেক জন জুটেও গেল, সবাই মিলে একসাথে হেঁটে হেঁটে খুব মজা আর গল্প করতে করতেই গেলাম। মৃদুমন্দ বাতাস, আকাশ ভর্তি তারা। অনুষ্টানে কলকাতার শিল্পীদের গান শুনে মন ভরে গেল। সারা রাতের অনুষ্ঠান হলেও ঘণ্টা খানেক দেখার পর চন্ডীর মায়ের আর তর সইলোনা। ব্যস্ত করে মারল, বারবার বলতে লাগল, "বাড়ি চলো বাবু কি করছে কে জানে,আমার খুব চিন্তা হচ্ছে" ! বাবু মানে চণ্ডী তখন এগারো মাসের। যাদের সাথে গেসলাম তাদের কারোই আসার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলামনা। এদিকে চন্ডীর মা আমাকে বারবার তাড়া দিতে লাগল," চলোনা চলোনা"। আমিও ভাবলাম সত্যিই তো অত ছোটো ছেলেকে ঘরে রেখে এতক্ষণ! যদিও সে আমার মায়ের কাছে ছিল। এমনিতেই একঘন্টা দেখে ফিরে আসব বলে দু আড়াই ঘন্টা পার করে দিয়েছি। রাত বেড়ে দশটা। উঠেই পড়লাম। চন্ডীর মা আর আমি নদীর পাড় ধরে শ্যামল মিত্রর "পুতুল নেবে গো, পুতুল..." গানটা আওড়াতে আওড়াতে আসছি। যদু পাড়ার শ্মশান আমাদের পাড়ার দু নম্বর শ্মশান সেটা পেরিয়ে প্রপন্ন মঠের আমবাগান পেরিয়ে দিব্যি আসছিলাম। একটু থেমে দাদু বলল, ঘোষেদের বাড়ির কোণটা বেঁকে সোজা বিশ পা গেলে কদম গাছটা পড়ে। কিন্তু বাঁকটা ঘুরতেই বুকের ভেতরটা নিজে থেকেই কেমন যেন ছ্যাঁক করে উঠল। চন্ডীর মা হোঁচট খেয়ে আর একটু হলে পড়েই যাচ্ছিল। কোনোরকমে তাকে ধরে ফেলে পড়ে যাওয়া ঠেকালাম। তাকে ধাতস্থ করে আবার এগোতে লাগলাম। ডানপাশের ফুট তিন চারেকের উচ্চতার ঝোপগুলো হঠাৎ যেন বিশ ত্রিশ ফুট লম্বা মনে হল। আর সেই ঝোপঝাড় বাড়তে বাড়তে যেন গোটা আকাশকে গিলে নিয়ে অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে।

(পরবর্তী অংশ পরের শুক্রবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

আমাকে ফার্স্ট হতে বোলো না

রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

(শেষাংশ...)

মা বললো,-- আপনার আদরেই ও নষ্ট হচ্ছে। আমার একটা স্টাটাস আছে। আমি আমার বান্ধবীদের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? অমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

দাদুমণি বললেন, অমন কথা মুখে আনতে নেই বৌমা। ওকে বুঝিয়ে পড়াতে হবে।

মা গজগজ করতেই লাগলো। দাদুমণির জন্য সেবারে বেঁচে গেলাম।

কিন্তু এবারে সিক্স থেকে সেভেনে উঠবার পরীক্ষার রেজাল্টের পর আমার অবস্থা খুবই খারাপ হলো। ---- এটা বলে আবার জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো সুমন। তারপর কিছু ক্ষণ চুপ করে আবার বলতে লাগলো,--

আমি আমার সাধ্যমত খুব ভালোভাবেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। ফাইনাল পরীক্ষার সময় মা যথারীতি আমার ক্লাসটিচারের সাথে কথা বলতে পরীক্ষার দিনগুলোতে স্কুলে গেছলো। আমি আমার সাধ্যমত প্রতিটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখেছিলাম। কিন্তু রেজাল্ট মায়ের মনোমত হলো না। আমি সব বিষয়েই ষাটের উপর নম্বর পেলেও কোন পজিশন পেলাম না। তাই রেজাল্ট কার্ড নিয়ে বাড়ি ঢুকেই বাবার কাছে গিয়ে লুকাবার চেষ্টা করতেই মায়ের নজরে পড়ে গেলাম। মা তাড়াতাড়ি এসে এলোপাথাড়ি মারতে লাগলো আমাকে। বাবা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে, নিজেও মার খেতে লাগলো। আমার চীৎকার শুনে পাশের বাড়ির কাকিমা চলে আসায় আমি মারের হাত থেকে বেঁচে গেলাম কিন্তু শুনতে পেলাম, মা যাবার সময় বলে গেল -- আজ থেকে তোর খাওয়া বন্ধ।----

তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, মা আমাকে মারার সময় আমাদের ক্লাসটিচারের নামেও নানারকমের গালাগালি করছিল।

সেদিনটা খাওয়া জুটল না। রাতের বেলায় মা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর বাবা গোপনে রাতের বেলায় একটি কেক ও খাবার জল খাইয়ে গেল। পরদিন সকাল বেলাতে কোন খাবার জুটল না। দুপুরে কাজের দিদিমার হাত দিয়ে খাবার এলো। এটা নিশ্চয়ই বাবার দয়াতেই। এইভাবেই দুদিন কাটাবার পর আমি মনে মনে দাদুমণির কাছে যাবার জন্য ছটফট করতে লাগলাম।

আজকে সকালে মা বাথরুমে ঢুকতেই আমি কাজের দিদিমার সাহায্যে চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বরাভূম স্টেশন। তারপর পুরুষোত্তম ট্রেনটি (যেদিন পুরুষোত্তম ট্রেনটি প্রথম বরাভূম স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল, বাবা আমাকে সাথে নিয়ে ট্রেনটি দেখানোর জন্য এনেছিল) দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে একটি কামরায় উঠে গেলাম। কিন্তু টিটিকাকু দয়া না করায় আমার যাওয়া হলোনা দাদুমণির কাছে।

আচ্ছা বলতো মাস্টারদাদু, আমি আমার ক্ষমতামতোই তো রেজাল্ট করবো? আমার ফার্স্ট হওয়ার যোগ্যতাই নেই, আর মা আমাকে ফার্স্ট হতে বললে আমি কি ফার্স্ট হতে পারবো!

তুমি এ ব্যাপারে কি বলবে মাস্টারদাদু? উত্তর দাও? ফার্স্ট হতে বললে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে গো মাস্টারদাদু। দাদুমণি নাই, আমাকে কে বাঁচাবে? এই বলে কাঁদতে শুরু করে দিল সুমন।

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। নামগুলো পরিবর্তিত। ছেলেটির এপিলেপ্সি হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। ছেলেটির মা, আমাকে ফোন করে বলেছে, কাকু আমি হেরে গেলাম।)

কবিতা

ক্ষৌরকর্ম

পশুপতি ভদ্র

একটি আয়না,
খোলামেলা পরিবেশে ঔষধ বলতে ফটকিরি,
অবয়বে ফুটে ওঠে শারীরিক সৌন্দর্য,
নগরে নরসুন্দর, - আছে কী বায়না?

এভাবে যুবক,
চিরুনি, কাঁচির মহাসমারোহে ছেঁটে ফেলে চুল,
নগদ বিনিময়ে সাফসুতরো হৃদয়,
দাঁড়ি, গোঁফ, কামিয়ে নিয়ে নিখুঁত রেজার,
অভিসারে যায় দ্রুত পরিস্কার গল্প।

বিকশিত পুরুষ,
ক্ষুর যোগে অনেকে হয়ে ওঠে ঝকঝকে আয়না,
উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব,
মাথা ও মুখ ক্ষৌরকর্মে সপ্রতিভ,
শ্মশ্রুহীন সুপুরুষ,
অভিযান খোলামেলা, - ঔষধ বলতে ফটকিরি!

এমনি করে

শ্যামল বণিক অঞ্জন

এমনি করে ভোটের পরেও নিতো যদি খোঁজ!
হোক না সেটা মাসে একবার লাগতো না যে রোজ।
ক্ষণিক সময় জন্য হলেও হাত মেলাতো
ঘুচে যেতো কষ্ট সকল হতাম খুশি তাতে!
নেতা এসে বলতো কথা কাঙ্খিত পদ পেয়ে
পদ পেয়েছি ভোট দিয়েছেন নিজের ঘরের খেয়ে!
এটাই আমার বড় পাওয়া ধন্য আমি তাই
থাকবো আমি আপনাদেরও পাশাপাশি চাই।
মন জুড়াতো শুনলে এমন কৃতজ্ঞতার বাণী
ভোটারগণের দৃষ্টি জুড়ে বইতো সুখের পানি!
আহা!ভোটের পরেও থাকতো যদি এমন পরিবেশ!
আমজনতায় ছড়িয়ে যেতো বিশ্বাসেরই রেশ!

র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ড

আশিস চৌধুরী

প্রঃ তোমার নাম কি?
উঃ আশিস
প্রঃ কী করো তুমি?
উঃ এই একটু লেখালেখি...
প্রঃ চলে কি করে?
উঃ যেমন জোটে চলে যায়
প্রঃ জীবনে ইয়ে-টিয়ে করেছো?
উঃ না সময় পাইনি এক্কেবারে পিঁড়িতে
প্রঃ তা হলে প্রেমের কবিতা লেখোনি?
উঃ দু চারটে লিখেছি চারপাশ দেখে
প্রঃ জীবনের উদ্দেশ্য কী
উঃ থোড়-বড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়
প্রঃ শেষ ইচ্ছা
উঃ শক্ত-পোক্ত থাকতে থাকতে প্রস্থান করা।

সেই লোকটা ভালো ছিল

সমীর কুমার ভৌমিক

যে লোকটা সামাজিক ন্যায়-অন্যায় নিয়ে
চুপ ছিল, একটা শব্দও খরচ করেনি
নষ্ট করেনি সময় -
কেবল মাথা নীচু করে
ব্যক্তিগত লাভালাভের হিসাবে ব্যস্ত ছিল
সেই লোকটা ভালো ছিল!

একটা ঝড় চলে যাবার পর
প্রতিবাদহীন যে লোকটা
ছিন্নভিন্ন হাত-পাগুলো জোড়াতালি দিয়ে
আবার আগের অবস্থায় ফিরতে চেয়েছিল
সেই লোকটা ভালো ছিল !

যে লোকটা এইমাত্র মরে গেল
সেই লোকটা ভালো ছিল !

সত্যিই কি লোকটা ভালো ছিল?

সুখ

তন্ময় কবিরাজ

যে প্রতিদিন ধ্বংস নিয়ে খেলে
তাকে দেখাচ্ছো ধ্বংসের লোভ!

তুমি জানো না
কতো হাজার পাতা ঝরে গেলে
বসন্ত ফিরে আসে ডালে?

সৈকতে রেখেছি সুখ
লাল কাঁকড়ার সঙ্গে খেলছি আজও
শুয়ে আছে নগ্ন সুখ ধ্বংসের চাদরে-

সে ফিরবে কবে?

সাহেব মান্না

জানি না সে ফিরবে কবে?
একরাশ ব্যথা নিয়ে অভিমানে চলে গেছে।
আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে।

পৃথিবীর যত ক্লান্তি এসেছিল তার কাছে
মায়াবী ছলনায় ধরেছিল আষ্টেপিষ্টে,
কিঞ্চিত সুখও পায়নি সে।

কথা ছিল একসাথে থাকবে সারাটা জীবন
দুঃখকে করবে জয় আমরণ,
হাসিকান্নাতে ভরবে জীবন।

কিন্তু সে আজ কোথায় ?
আমি তো দীর্ঘ চল্লিশের যন্ত্রণায়
জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েও তার আসার অপেক্ষায়।

সে কেন পরাজিত হলো?
এত সহজে প্রকৃতির কাছে হার মেনে নিলো!!
আমি তার পরাজয় বিশ্বাস করি না।

সে কেনো অপেক্ষা করল না?
নতুন সূর্যের নতুন প্রভাতের তরে।
অন্ধকার তো চিরকাল থাকে না!!

বর্ষশেষে ফুলের অহঙ্কার

সত্যেন্দ্র নাথ পাইন

আমি কি করিয়াছি ভুল তোকে সাথী করি!
বেশ ছিলি ফুলবনে বেশ ছিলি ও কাননে,
কে আনিল তোরে হেথা পসরা সাজাতে?
কে গাঁথিল তোরে বৃন্ত ফুলের মালাতে?
কে বা কারা বিকাইলো এবার পয়লা বৈশাখে?
কাহার তরে ফুলবালা সাজাইলে ফুল ডালা
ফুলের অঙ্গ লয়ে ব্যস্ত এ সংসারে !
মালা গেল খসি, শুধু যায় ক্রন্দন রচি
ভুলে যায় নোংরা আবর্জনায় মিশি।
কত না ফুলের গন্ধ নাকে এসে ঠায় যায় নিরখিয়া
তবুও ভাঙে নাকি ভুল ও ফুল বিরহিনী বেশে!
আজ ২ রা বৈশাখের শুভেচ্ছা বিনিময় হলো
সঙ্গে কেহ চলে যায় সাথে লয়ে দুঃখের পসরা।
সাফ হলো জঞ্জাল সম কোথায় নিক্ষেপিয়া
বিকট হাসিতে ফেটে দৃঢ়পণে আঁকড়িয়া
রচি গেল সুখের হাজার কুতূহলে।
তারে কে ভাসালো হায় তরঙ্গিয়া অশ্রুজলে!
কাল যে ছিল সন্তান বেশি মূল্যবান অবিরত
আজ সে মুচলেকা দিয়ে চলে যায় মুমূর্ষের মতো!
তবে কেন এমন ধারা চলে অবিরাম
যদি না সে পায় তার অমূল্য ধাম!
কেহ কি পরিবে পায় কেহ কিবা মিশাইবে শেষে
তার চেয়ে ঐ ফূলের রেনু বিলাইবো পূজার উদ্দেশে।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

'বিক্ষিপ্ত অশান্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ রাত পেরোলেই লোকসভা ভোটের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ শুরু হতে চলেছে। আর এই পরিস্থিতিতে রামনবমী মিটতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রামনবমী মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে। আর সেই অশান্তির জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেন শুভেন্দু। বৃহস্পতিবার সকালে শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করে বলেন যে রামনবমীতে যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উস্কানিমূলক বক্তব্য দায়ী। শুভেন্দু দাবি করেন এই ঘটনার এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত। এই মর্মে তিনি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি রাজ্যপালকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্যের ভিডিও তুলে ধরে অভিযোগ করেন এই জন্যই রামনবমীর দিন গণ্ডগোল হয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি দাবি করেন, একটি দিন শুধু গুণ্ডামির জন্য বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, তিনি নির্বাচন কমিশনেও বিষয়টি দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন যে বিজেপি চক্রান্ত করছে, রামনবমীর দিন একটা গণ্ডগোল করার। আবার উল্টোদিক থেকে বিজেপিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য নিয়ে সরব হয়েছিল। রাত পোহালেই প্রথম দফার ভোট। তার আগে শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগ কোন দিকে মোড় নেই সেটাই দেখার। গতকাল বুধবার রামনবমীর শোভাযাত্রা মেদিনিপুর, মুর্শিদাবাদ সহ বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে অশান্তির খবর এসেছে।

ভোটের আগেই শহরে পিঠে বানাতে আসছেন সন্দেশখালির মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ ভোটের মুখে আবারও চর্চার কেন্দ্রে সন্দেশখালির পিঠে। তবে এ পিঠে, সে পিঠে নয়! এক সময়ে শাহাজাহান বাহিনীর হুকুম এলেই না ঘুমিয়ে রাতবিরেতে পিঠে বানাতে যেতে হতো সন্দেশখালির মহিলাদের। সেখানে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তাঁদের। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে সেই ইস্যুতে নিয়ে সরব হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রীও। সেই পিঠের স্বাদ চেনাতে এবারে কলকাতায় ডাক পড়ল সন্দেশখালির মহিলাদের। চাইলে শহরের বাসিন্দারা সেই স্বাদের ভাগ নিতে পারবেন। আগামী ২০ এপ্রিল টালা পার্কের বসুন্ধরায় একটি অভিনব খাদ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। সেখানে মেনু তালিকায় থাকছে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অর্গানিক খাবার। তার সমস্ত উপকরণ আসবে সন্দেশখালি থেকে। খাবারের তালিকায় থাকছে, তেলে ভাজা পিঠে, পুরের পিঠে এবং পাটি সাপটা। দুপুরের মেনুতে থাকছে চোদ্দ শাক, চৈতি মুগের ডাল, কালো মোটা চালের পান্তাভাত, হলদে বাটালি চালের পান্তাভাত। দেশি চাল দিয়ে বানানো হবে পোলাও। চিনা কামিনী এবং চৈতি মুগ ডাল দিয়ে বানানো হবে খিচুড়ি। শাক-সব্জির মধ্যেও থাকছে অভিনবত্ব। শহরের অভিজাত হোটেল-রেস্তোরাঁয় যে মেনুগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না সেগুলো নিজেদের হাতে রান্না করে খাওয়াবেন সন্দেশখালির মহিলারা। বিজেপি চাইছে, সন্দেশখালি ইস্যুকে জিইয়ে রেখে ভোট-বাক্সে সুফল পেতে। যে কারণে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা এ রাজ্যে ভোট-প্রচারে এসে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে বিঁধছেন নিয়ম করে। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের মহিলা ভোট-ব্যাঙ্কে থাবা বসাতেই সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগগুলি আরও সংগঠিতভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। তৃনমূল বলছে এটা রাজনৈতিক প্রচার। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি টিকিট দিয়েছে সন্দেশখালির আন্দোলনকারী রেখা পাত্রকে। তাঁকেও কয়েকটি কেন্দ্রে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা বিজেপির।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ বৃহস্পতির সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে চলেছে। হাবড়ার যোশোর রোড, আমডাঙা, উলুবেড়িয়া, বড়কাছারি মন্দিরের কাছে বাখড়াহাট সহ একাধিক জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা সামনে এসেছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একাধিক দোকান। আগুন নেভাতে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছেছে দমকল। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অর্থাৎ রাত প্রায় দু'টো নাগাদ আগুন ধরে যায় বাখড়াহাট বড়ো কাছারি মন্দিরের কাছে। আগুনে ঝলসে যায় ৭০টি দোকান। রাত্রিবেলাই দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। আপাতত আগুন নিয়ন্ত্রণে। প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ধরেছে। হাবড়ার যোশোর রোডে একটি ফটোকপির দোকানে বিধ্বংসী আগুন। ভস্মীভূত গোটা দোকান। বহু ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। মধ্যরাতে আগুন লাগে দোকানটিতে। থানার পুলিশ কর্মীরা আগুন দেখে খবর দেন দমকলে। দু'টি ইঞ্জিনের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে, ফটোকপির দোকানে একটি চায়ের দোকান রয়েছে। অনুমান সেইখান থেকেই আগুন লেগেছে। আমডাঙার কাছারি এলাকায় একটি গোডাউনেও আগুন ধরেছে। দাহ্য বস্তু থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কী কারণে আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, বর্জ্য পদার্থ থাকায় সেগুলি জ্বালাতে গিয়ে বিপত্তি ঘটতে পারে। উলুবেড়িয়ার নিমদিঘি ১৬ জাতীয় সড়কের ধারে তিনটি ঝুপড়ি দোকানে আগুন ধরে গিয়েছে। আগুন লাগে একটি গাড়িতেও। জানা যায়, পাশে থাকা ময়লা আবর্জনায় প্রথমে আগুন ধরে যায়। পাশে জমা থাকা কয়েকশো সবজির প্লাস্টিকে আগুন ধরে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল আধিকারিকদের মতে গরম বাড়লে অগ্নিকান্ডের ঘটনা বাড়বে।

নীল সাদা হয়ে গেল টালার ট্যাঙ্কও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ শহর কলকাতার প্রাচীনত্বের সঙ্গে যে বিষয়গুলি জড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল টালার ট্যাঙ্ক। শতবর্ষপ্রাচীন এই টালা ট্যাঙ্ক। বিশ্বের অন্যতম বড় জলাধার। তবে এবার এই জলাধারের রঙেরও বদল হচ্ছে। নীল সাদায় সেজে উঠছে এই টালা ট্যাঙ্ক। তবে এই নীল সাদা ঠিক আর পাঁচটা নীল সাদা রঙের মতো নয়। এই নীল সাদা একেবারে অন্যরকম। বিশেষ ধরনের নীল সাদা রঙ করা হচ্ছে এই টালায়। নীল সাদা রঙের প্রলেপ পড়েছে টালার ট্যাঙ্কে। প্রায় ১০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এই জলের ট্যাঙ্ক। এই টালার ট্যাঙ্ক রঙ করার জন্য খরচ করা হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার লিটার রঙ। তবে এটা যেহেতু জলাধার সেকারণে এখানে বিশেষ ধরনের রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকী যেটা দাবি করা হচ্ছে যে টালা ট্যাঙ্কের বাইরে যে রঙ দেওয়া হয়েছে তাতে অতিবেগুনি রশ্মি রোধ করা যাবে। এমনকী টালা ট্যাঙ্কে এই রঙ করার জেরে মরচেও রোধ করা যাবে। এর আগে হাওড়া ব্রিজে এই সীসা বিহীন রঙ ব্যবহার করা হয়েছিল। এবার টালার ট্যাঙ্কে এই বিশেষ ধরনের রঙ ব্যবহার করা হল।

সপ্তাহভর জ্বলবে কলকাতা, দক্ষিণের ৮ জেলায় জারি লু-এর সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দারা যেন চাতক পাখি! গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে সকলের এক প্রশ্ন, কবে বৃষ্টি আসবে? আকাশে মেঘের আনাগোনা তো দূরে থাক, নেই ছিটেফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনাও, জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস। বরং সপ্তাহ শেষে আরও ভয়াবহ আকার নিতে চলেছে গরম। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে, শুক্র থেকে রবিবার দাবদাহে জ্বলবে দক্ষিণবঙ্গ। কলকাতাতেও তাপপ্রবাহের আশঙ্কা। চরম গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চলবে। হাওয়া অফিস বলছে, তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ বাড়বে। প্রয়োজন ছাড়া সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত রোদে বেরবেন না। তবে উত্তরে উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গের নিচের তিন জেলাতেও গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম-এই আট জেলায় চরম তাপপ্রবাহ চলবে। তাপপ্রবাহের সঙ্গে বইবে লু-ও। বাকি সাত জেলাতেও থাকবে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। রবিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে বলে অনুমান হাওয়া অফিসের। শুষ্ক পশ্চিমী হাওয়ায় গরম বাড়বে পশ্চিমের জেলায়। জেলাগুলিতে লু বইবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। আগামী তিনদিনে তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। আগামী ৩ দিনে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উপরের দিকের ৫ জেলায় বৃষ্টি চলবে। নিচের দিকে তিন জেলাতে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। মালদহেও তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গের ৫ জেলাতেই। শুক্রবার নির্বাচনের দিন উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি বিক্ষিপ্ত ভাবে সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

তৃণমূল ছাড়লেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিভাস অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিভাস অধিকারীর নাম জড়িয়েছিল। এমনকী তাঁর সম্পত্তির খতিয়ানও চেয়ে পাঠিয়েছিল সিবিআই। এবার সেই বিভাস অধিকারী ছাড়লেন তৃণমূল। আর তারপরই কাঠগড়ায় দলকে। কলকাতা প্রেসক্লাবে নিজের দল 'অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার ইস্তেহার' প্রকাশ করেন বিভাস অধিকারী। আর সেখানেই রীতিমতো তোপ দাগেন তিনি। বলেন, "আমার আশ্রমে কৈলাস বিজয়বর্গীয় আসতেন। তাই আমাকে ঢাল করে বাঁচার চেষ্টা করেছিল দল। যাতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা দলের লোকজনকে না ধরতে পারে।" একই সঙ্গে তার বক্তব্য, "দলের মধ্যেই কেউ কেউ চক্রান্ত করেছিল। ইডি এবং সিবিআই খারাপ কাজ করেছে আমি বলব না। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছিল। কিছু পাইনি সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু দলের ভেতর থেকেই আমাকে কথা বলতে দেওয়া হতো না।" বীরভূম জেলার তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের নাম না করে বিভাস অধিকারীর বক্তব্য,"আমি যখন দলের ভিতরে ধর্ম বিষয়ক কিছু বলার চেষ্টা করতাম,তখন আমাকে বারবার বাধা দেওয়া হয়েছে। আমাকে ধর্ম সংক্রান্ত কোনও কিছু দলের মধ্যে বলতে দেওয়া হত না। সব সময় মুখ আটকে রাখা হয়েছে। আমি কারোর নাম এখন বলতে চাই না। তবে আমি দল থেকে সেই কারণেই বেরিয়ে এসেছি। দুর্নীতি এবং অপরাধ করেছে বলেই কেউ কেউ এখন জেলের ভিতরে। ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেও কোনও সুবিধা করতে পারিনি কেউ কেউ। আমি যা বলার স্পষ্ট বলেছি।"

ক্রীড়া-সংবাদ

হেরে ম্যানচেস্টার সিটির বিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ টাইব্রেকারের শেষ শটে আন্তনিও রুডিগার বলই জালে জড়ালেন না, প্রায়শ্চিত্তও করলেন। তাঁরই ভুলে ম্যাচে সমতা এনেছিল ম্যানচেস্টার সিটি, অতিরিক্ত সময়ে গোলের সবচেয়ে বড় সুযোগটিও মিস করেছেন তিনিই। শেষ পর্যন্ত সেই রুডিগারের শটেই টাইব্রেকারে ম্যানচেস্টার সিটিকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। যে জয়ে আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ১৪বারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নরা। আর গতবারের চ্যাম্পিয়নরা বিদায় নিল শেষ আট থেকেই। গত আসরে সিটির কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবারের সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ। অপর সেমিফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ইতিহাদের ম্যাচটিতে ম্যানচেস্টার সিটি হেরেছে আসলে রিয়ালের রক্ষণের কাছে। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় বলে দখল, বেশি আক্রমণ আর বেশি দাপট দেখালেও রিয়ালের রক্ষণ দেয়াল ভেদ করতে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে সিটিকে। যে দেয়ালের সর্বশেষ রক্ষক ছিলেন গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন। রিয়াল গোলকিপার টাইব্রেকারেই প্রতিহত করেছেন বের্নার্দো সিলভা ও মাতেও কোভাচিচের শট। বিপরীতে সিটি গোলকিপার এদেরসন আটকাতে পেরেছেন শুধু লুকা মদরিচের শট। এর আগে বার্নাব্যুর ৩-৩ সমতার স্কোরলাইন ইতিহাদের ১২ মিনিটেই রিয়ালের পক্ষে ৪-৩ বানিয়ে দেন রদ্রিগো। জাতীয় দল সতীর্থ এদেরসন তাঁর নেওয়া শট প্রথমে রুখে দিলেও ফিরতি যাত্রায় আবার পেয়ে জালে জড়াতে ভুল করেননি এই ব্রাজিলিয়ান। গোল হজমের পর ম্যানচেস্টার সিটি অবশ্য আক্রমণের ধার বাড়ায়। আর্লিং হলান্ড অনেকটা আড়ালে পড়ে থাকলেও রিয়াল রক্ষণে বারবার ভীতি ছড়ান কেভিন ডি ব্রুইনা, ফিল ফোডেন, জ্যাক গ্রিলিশরা। সিটির লাগাতার আক্রমণের মুখে রিয়ালের রক্ষণ ছিল জমাট, সুগঠিত। তবে ৭৬ মিনিটে রুডিগারের মুহূর্তের দুর্বলতায় সেটি আর থাকেনি। সিটিকে সমতায় ফেরান ডি ব্রুইনা। নব্বই মিনিটের খেলা দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৪ সমতায় শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত আধা ঘণ্টাও যায় একই ধারায়। এ সময়ে গোলের ভালো সুযোগটি ছিল রুডিগারের সামনে। জার্মান ডিফেন্ডার ১০৫ মিনিটে ৬ গজ বক্সের ভেতর নেওয়া শট বারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারেন। তবে শেষ পর্যন্ত রিয়ালের জয়ের মুহূর্তটা এনে দিয়েছেন রুডিগারই। এ নিয়ে রেকর্ড ১৭তম বার চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ। ফুটবলের রোমান্টিক সমর্থকেরা বলেন, এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে মাদ্রিদের ক্লাবটির কোনো একটা সম্পর্ক আছে, যেন এই প্রতিযোগিতা জিততেই রিয়ালের জন্ম।

ধৈর্য হারালে শিখতে পারেন লুনিনকে দেখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ ইউক্রেনের ক্লাব জরিয়া লুহানস্ক থেকে আন্দ্রি লুনিন রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন ২০১৮ সালে। প্রথম কিংবা দ্বিতীয়ও নয়, কোচের পছন্দের তালিকায় তৃতীয় গোলকিপার ছিলেন লুনিন। রিয়াল তাঁকে এর মধ্যে তিনবার ধারেও পাঠিয়েছে তিনটি ক্লাবে—লেগানেস, ভায়াদোলিদ ও ওভিয়েদোয়। শুধু তাই নয়, চলতি মৌসুমের শুরুতেও আনচেলত্তির পছন্দের তালিকায় তৃতীয় গোলকিপার ছিলেন লুনিন। পছন্দের তালিকায় যিনি প্রথম, সেই থিবো কোর্তোয়া এসিএল চোটে পড়েছিলেন গত বছর আগস্টে। লুনিন থাকলেও সেই আগস্টেই কোর্তোয়ার বিকল্প হিসেবে কেপা আরিজাবালাগাকে ধারে উড়িয়ে আনে রিয়াল। কিন্তু লুনিন হাল ছাড়েননি। স্বপ্ন দেখাও বাদ দেননি। ধৈর্য-পরিশ্রম-অধ্যবসায়ের সম্মিলনে শুধু নিজের কাজটা করে গেছেন। তৃতীয় পছন্দের গোলকিপার হওয়ার 'কাঁটা' হজম করে তাকিয়েছেন ভবিষ্যতে ফুটতে থাকা একটি গোলাপের পানে। গতকাল রাতে সেই 'গোলাপ'টাই ফুটল ইতিহাদে! ম্যাচের ফল এতক্ষণে সবার জানা। লুনিন কী করেছেন সেটাও। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ ৩-৩ গোলে ড্রয়ের পর ম্যানচেস্টার সিটির মাঠ ইতিহাদে ফিরতি লেগ অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত ১-১ গোলে ড্র। তারপর হলো টাইব্রেকার নামের স্নায়ু পরীক্ষা। যেটা আবার গোলকিপারদের জন্য কখনো বধ্যভূমি, কখনো-বা মাথা তুলে দাঁড়ানোর মঞ্চ। লুনিন হয়েছেন পরেরটি। টাইব্রেকারে মাতেও কোভাচিচ এবং বের্নার্দো সিলভার শট ঠেকিয়েছেন। তার আগে ম্যাচের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত করেছেন ৮টি সেভ। এতেও 'অতি অল্প হইলে' তাকাতে পারেন শেষ ষোলোর মঞ্চে। লাইপজিগের বিপক্ষে সেই মঞ্চে তো গড়েছেন রেকর্ড—৯টি সেভ! কিন্তু ইউক্রেনের ২৫ বছর বয়সী এ গোলকিপার সম্ভবত একটু অন্য ধাতে গড়া মানুষ। ইতিহাদে গতকাল রাতে টাইব্রেকারে আন্তনি রুডিগারের গোল করার পরের মুহূর্তটি একবার মনে করুন। রুডিগার গোল করে রিয়ালকে জেতানোর আনন্দে যখন দৌড় দিলেন, লুনিন তখন ডান প্রান্তে বক্সের বাইরে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে। যেন কিছুই হয়নি!

পন্ত কি বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, ঋষভ পন্ত ততই আলোচনায় উঠে আসছেন। প্রায় দেড় বছর পর চলতি আইপিএল দিয়ে মাঠে ফেরা পন্ত গতকাল গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে হয়েছেন ম্যাচসেরা। ব্যাট হাতে ১৬ রান এবং উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে দুটি ক্যাচ ও দুটি স্টাম্পিংও করেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্বও ছিল। চোট কাটিয়ে ফেরা পন্তের উইকেটের পেছনের এমন তৎপরতাও তাঁকে বিশ্বকাপ দলের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সাবেক দুই ইংলিশ ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেন ও স্টুয়ার্ট ব্রডও পন্তকে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত মনে করছেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণহানির শঙ্কায় পড়েছিলেন পন্ত। প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল পা কেটে ফেলতে হবে। তবে সব শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে পন্ত আবারও ফেরেন খেলার মাঠে। পুরো ২০২৩ সাল মাঠের বাইরে কাটানোর পর পেশাদার ক্রিকেটে ফিরলেন আইপিএলে দলের প্রথম ম্যাচ দিয়ে। এখন পর্যন্ত ৭ ইনিংস ব্যাট করে রান করেছেন ২১০। ৩৫ গড়ে রান করেছেন প্রায় ১৫৭ স্ট্রাইকরেটে। ফিফটি করেছেন দুটো। সেই পুরোনো পন্ত যে ফিরে আসছেন, সেটা মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন পিটারসেন। স্টার স্পোর্টসে গতকাল পিটারসেন পন্ত সম্পর্কে বলেছেন, 'পন্তের তৎপরতা ওকেই উৎসাহ জোগাবে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকেও উৎসাহ দেবে। ও যদি পর্যাপ্ত খেলার সুযোগ পায়, তাহলে (বিশ্বকাপের জন্য) প্রস্তুত হয়ে যাবে।' কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ২৫ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন পন্ত। সেই ইনিংস খেলার পথে তাঁর একটি শট দেখেই ব্রডের মনে হয়েছে পন্ত প্রস্তুত, 'কেকেআরের বিপক্ষে ও ডিপ স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে নো লুক ফ্লিক খেলে। আমি ভেবেছি ওর বিশ্বকাপ দলে থাকতে হবে। ও খেলার জন্য প্রস্তুত।'

আইপিএলে ইমপ্যাক্ট-সাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ আইপিএলে এবার চলছে রান-উৎসব। আগের মৌসুমগুলোতেও আইপিএল রান উৎসব দেখেছে, তবে এবারের মতো নয়। এবারই প্রথম আইপিএলে রান উঠেছে ওভারপ্রতি ৯-এর বেশি। আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিনটি দলীয় স্কোর এসেছে এ বছর, সর্বোচ্চ পাঁচটির মধ্যে অবশ্য চারটিই এ বছর এসেছে। কেন এমন রান উঠছে, সেই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইপিএলের ইমপ্যাক্ট-সাব বা ইমপ্যাক্ট-বদলির নিয়ম ভালোভাবে কাজে লাগানোর ফলেই এমন রানপ্রসবা মৌসুম দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ম নিয়ে বিতর্ক আছে। ভারতের তিন সংস্করণের অধিনায়ক রোহিত শর্মাই এই নিয়মের পক্ষে নন। 'ক্লাব প্রেইরি ফায়ার' পডকাস্টে রোহিতের কাছে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট 'ইমপ্যাক্ট' নিয়ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে রোহিত বলেছেন, 'ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়মের আমি ভক্ত নই। এটা অলরাউন্ডারদের পেছনে টেনে ধরবে, আর দিন শেষে ক্রিকেট ১১ জনের খেলা, ১২ জনের নয়। আশপাশের মানুষের জন্য বিনোদনমূলক করার জন্য আপনি খেলা থেকে অনেক কিছু নিয়ে নিচ্ছেন।' ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়মের কারণে রান উঠছে, দর্শকেরা বিনোদন পাচ্ছেন। তবে অলরাউন্ডারদের ওপর এর প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা এই নিয়ম শুরু থেকেই। এবার আইপিএলে যেমন চেন্নাইয়ের শিবম দুবে এক ওভার বোলিংও করেননি, হায়দরাবাদে ওয়াশিংটন সুন্দর তো ম্যাচই পেয়েছেন একটি। রোহিতও এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দররা বল করছে না, যেটা আমাদের জন্য ভালো নয়। সত্যি বলতে আমি এর ভক্ত নই। তবে এটা বিনোদনমূলক।' রোহিতের এমন মন্তব্যের পর গিলক্রিস্টও নিয়মটি প্রসঙ্গে নিজের মত দেন, 'এটা বিনোদন যোগ করেছে। এটা মূলত দর্শকদের জন্যই। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট সফল কারণ, এটা ক্রিকেটের মূল বিষয়ের সঙ্গে আপস করেনি। এটা ১১ বনাম ১১ জনের খেলা, একই মাঠ, ফিল্ড রেস্ট্রিকশনও সমান, অর্থাৎ কোনো চমকের প্রয়োজন হয়নি। সম্ভবত এটা (ইমপ্যাক্ট নিয়ম) ভবিষ্যতের জন্য নয়।' এর আগে গত পরশু দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিংও ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়ে কথা বলেন। পন্টিং বলেন, 'আমার মনে হয় দলগুলো যেভাবে ব্যাটিং করছে, এর পেছনে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের বড় প্রভাব আছে। গতকাল (১৫ এপ্রিল) দেখেছেন কীভাবে ট্রাভিস হেড ব্যাটিং করেছে। পরের ব্যাটসম্যানদের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকলে এভাবে ব্যাটিং করা যায় না।' এবারের আইপিএল নতুন রেকর্ডের জন্ম দিচ্ছে। শুরুর দিকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ২৭৭ রান তুলে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড গড়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। গত পরশু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে নিজেদের সেই রেকর্ড ভেঙে হায়দরাবাদ তুলেছে ৩ উইকেটে ২৮৭ রান। জবাবে বেঙ্গালুরু করেছে ২৬২ রান। এবার আইপিএলে এখন পর্যন্ত ম্যাচ হয়েছে ৩১টি। যেখানে রান উঠেছে ওভারপ্রতি ৯.৪৮ রান করে।

নিয়মিত সিরিজ খেলতে চান রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল এক যুগের বেশি সময় ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয় না। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াই দেখতে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশ্বকাপ কিংবা এশিয়া কাপের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতে হয়। টেস্টে ভারত-পাকিস্তানকে মুখোমুখি হতে দেখা গেছে আরও আগে, ২০০৭ সালে। দুই দেশের সরকার নমনীয় না হলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটিকে আবার কবে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে খেলতে দেখা যাবে, কে জানে! তবে রোহিত শর্মার চাওয়া, শুধু আইসিসি বা এসিসির টুর্নামেন্ট নয়; টেস্ট ক্রিকেটের স্বার্থে ভারত-পাকিস্তান নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হোক। গত রাতে 'ক্লাব প্রেইরি ফায়ার' নামের পডকাস্টে নিজের অভিমত তুলে ধরেন ভারতের অধিনায়ক। পডকাস্টে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন রোহিতকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কি মনে হয় না, ভারত-পাকিস্তান নিয়মিত মুখোমুখি হলে তা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য চমৎকার ব্যাপার হবে?' উত্তরে রোহিত বলেন, 'আমি পুরোপুরি তা বিশ্বাস করি। ওরা (পাকিস্তান) দল হিসেবে দারুণ। ওদের বোলিং লাইন আপ অসাধারণ। আমি মনে করি দারুণ এক প্রতিযোগিতা হবে, বিশেষ করে খেলাটা যদি বিদেশের কন্ডিশনে হয়। সর্বশেষ ভারত-পাকিস্তান ২০০৬ বা ২০০৮ সালে (আসলে ২০০৭ সালে) টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে। কলকাতায় হওয়া ম্যাচটিতে ওয়াসিম জাফর ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন।' ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত ৩ ম্যাচের সেই টেস্টে সিরিজে ভারত ১-০ ব্যবধানে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল। দিল্লিতে প্রথম টেস্ট ৬ উইকেটে জিতে নেয় অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন ভারত। কলকাতা ও বেঙ্গালুরুতে পরের দুই টেস্ট হয় ড্র। ওই সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেন দুজন—শোয়েব মালিক ও ইউনিস খান। ভন এরপর রোহিতকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি নিয়মতি পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে চান কি না। রোহিতের উত্তর, 'আমি চাই। সেটা হলে ভালোই হবে। লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হবে'।

বক্স অফিস

সলমনকে মারতে চার লক্ষ টাকার ‘সুপারি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ বিষ্ণোই গ্যাংয়ের দুই সদস্যকে ৪ লক্ষ টাকা ‘সুপারি’ দেওয়া হয়েছিল সলমন খানের বাড়িতে হামলার জন্য। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল পুলিশ সূত্রে। বুধবার রাতে হরিয়ানা থেকে এই মামলার তৃতীয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগেই দুই মূল অভিযুক্ত ভিকি গুপ্তা ও সাগরকুমার পালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। গত রবিবার বলিউডের ‘ভাইজান’ সলমনের বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দুই বাইক আরোহী এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ভুজ পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, বুধবার রাতে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে বিষ্ণোই গ্যাং ও ওই শুটারদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ছিল। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, অন্যতম অভিযুক্ত সাগরের হাতে শনিবার রাতেই বন্দুক তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কে সেই বন্দুক দিয়েছে তা এখনও অজানা। ১ লক্ষ টাকা তাদের অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি। তবে প্রাথমিক ভাবে তদন্ত থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সলমনকে খুন করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না হামলাকারীদের। কেবল ‘ভাইজান’কে ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। হামলার আগে তারা এলাকা ‘রেইকি’ করে বলেও জানা যাচ্ছে। এদিকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে সলমনকে আশ্বাস দিয়েছেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার। সলমন খানের বাড়ি গিয়ে তারকার সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, ”আমি সলমনকে বলেছি সরকার আপনার সঙ্গে রয়েছে। দুই অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আমরা এই মামলার একেবারে মূল পর্যন্ত পৌঁছব। কেউ রেহাই পাবে না। কোনও গ্যাং কিংবা গ্যাংওয়ার বরদাস্ত করা হবে না। আমরা তা হতেই দেব না।”

ভজনও গাইলেন কপিল শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ চলছে নবরাত্রি। উদয় তিথি অনুসারে অষ্টমী পুজো পড়েছে ১৬ এপ্রিল। আবার ১৬ এপ্রিল দুপুর থেকে ১৭ এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত পড়েছে চৈত্র নবরাত্রির নবমী। মূলত ১৭ এপ্রিলই মহানবমী পালিত হচ্ছে। এই দিন সিদ্ধিদাত্রীর দেবীমায়ের নবম রূপ পূজিত হবে। আবার ওইদিন রামনবমীও বলা হয়। এদিকে পবিত্র তিথিতেই আশীর্বাদ নিতে সোজা জম্মুর বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছেন কমেডির দুনিয়ার সুপারস্টার কপিল শর্মা। তবে কপিল একা যাননি, সপরিবারে সেখানে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন স্ত্রী গিন্নি চতার্থ, মেয়ে অন্যারা আর ছেলে তৃষাণ। ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে পায়ে হেঁটে বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে ঢুকতে দেখা যায় কপিলকে। সেসময় তাঁর পাশে হাঁটছিলেন স্ত্রী গিন্নি ও মেয়ে অন্যারা। সেসময় পাশের সকলকে জয় মাতা দি স্লোগান দিতে দেখা যায়। আরও একটি ভিডিয়োতে কপিলকে বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে বসে মাইক্রোফোনের সামনে ‘তুনে মুঝে বুলায়া শেরাওয়ালিয়ে’ ভজন গাইতেও শোনা যায়। প্রসঙ্গত, এর মূল গানটি গেয়েছেন নরেন্দ্র চঞ্চল। কপিলকে এদিন প্রিন্টেড কুর্তা-পাজামায় দেখা যায়। কপিল যখন গান গাইছিলেন, তখন শ্রোতাদের আসনে বসেছিলেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা। কপিল এবং গিন্নিকে প্রায়শই দেবী বৈষ্ণো দেবীর প্রতি তাঁদের ভক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে, তাঁরা নিজেদের বাড়িতেও একটি জাগরণ (ধর্মীয় সমাবেশ) আয়োজন করেছিলেন। এদিকে কাজের ক্ষেত্রে কপিল তাঁর নতুন শো ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’ নিয়ে ফিরেছেন। তাঁর সেই শোয়ের প্রথম পর্বে রণবীর কাপুর, নীতু কাপুর, ঋদ্ধিমা কাপুরকে দেখা গিয়েছে। এসেছিলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, ইমতিয়াজ আলি, রোহিত শর্মা এবং শ্রেয়স আইয়ার-এর মতো সেলিব্রিটি। সিরিজটি কপিল এবং সুনীল গ্রোভারের পুনর্মিলনকে হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। কমিক টক শোটি নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হচ্ছে। এতে রাজীব ঠাকুর, কিকু শারদা, অর্চনা পুরান সিং এবং কৃষ্ণা অভিষেকও রয়েছেন। সম্প্রতি কৃতি শ্যানন, করিনা কাপুর ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ অভিনীত ‘ক্রু’ ছবিতেও টাবুর বিপরীতে দেখা গিয়েছে কপিলকে।

ডেলিভারির আগে রামায়ণ পড়ছেন ইয়ামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ইয়ামি গৌতম। খবর অনুযায়ী, মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই নাকি ইয়ামির কোল জুড়ে আসবে সন্তান। তবে সন্তান ঠিক কেমন হবে, তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু ইয়ামির। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইয়ামি জানিয়েছেন, ”আদিত্য নজরে নজরে রেখেছে আমাকে। খুবই দেখভাল করছে আমার। আমার জন্য অমর চিত্র কথা এবং রামায়ণ কিনে নিয়ে এসেছে। নিয়মিত আমি রামায়ণ পড়ছি। আমি শুনেছি, আমার মাও অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় রামায়ণ পড়তেন।” ‘আর্টিকল ৩৭০’ সিনেমার প্রচারেই পুরো ইয়ামির অন্তঃসত্ত্বা বিষয়টা পরিস্কার হয়েছিল। মঞ্চে স্ত্রী ইয়ামিকে অতি সন্তর্পনে হাত ধরে তুলতে দেখা গিয়েছিল পরিচালক স্বামীকে। অভিনেত্রীর পরনে লম্বা ট্রেঞ্চ কোর্ট। বেবিবাম্প ঢাকার শত চেষ্টা করলেও ইয়ামি গৌতমের হাঁটাচলা দেখে আর কোনও ধন্দ ছিল না। জানা গিয়েছে, সাড়ে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অভিনেত্রী। আগামী মে মাসে সন্তান আসতে চলেছে। তবে এযাবৎকাল কাকপক্ষীতেও টের পেতে দেয়নি তারকাজুটির পরিবার। যতটা সম্ভব সুখবর আড়ালেই রেখেছিলেন তাঁরা। আয়ুষ্মান

খুরানার সঙ্গে ‘ভিকি ডোনর’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে নিজের সফর শুরু করেন ইয়ামি। তারপর একাধিক হিন্দি, তামিল, তেলুগু সিনেমায় অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী। ২০১৫ সালে ‘সনম রে’ সিনেমার শুট চলাকালীন অভিনেতা পুলকিত সম্রাটের প্রেমে পড়েন ইয়ামি। ২০১৮ সালে দুজনের ব্রেকআপ হয়। ২০১৯ সালে মুক্তি পায় ‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’। আদিত্য ধর পরিচালিত ছবিতে জাসমিনের চরিত্রে অভিনয় করেন ইয়ামি। ‘উরি’র সেটেই আদিত্য আর ইয়ামির প্রেম শুরু হয়। হিমাচল প্রদেশের মেয়ে ইয়ামি। ২০২১ সালে সেখানেই ছিমছাম বিয়ে সারেন।

হৃতিক ও জুনিয়র এনটিআর-এর ওয়ার-২

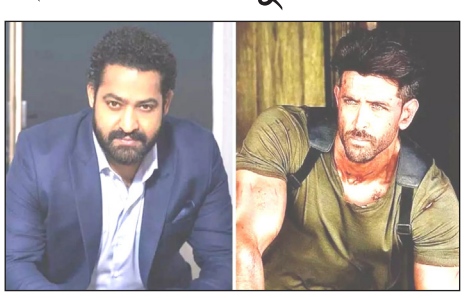

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ এপ্রিলঃ একদিকে হৃতিক রোশন, অন্যদিকে জুনিয়র এনটিআর। ‘ওয়ার-২’ সিনেমায় দুই সুপারস্টারকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন অনুরাগীরা। এর মধ্যেই চমক। সোশাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে গেল হৃতিক ও জুনিয়র এনটিআরের শুটিংয়ের ছবি। আর তা দেখে উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা। ‘আরআরআর’ সিনেমার সাফল্যের পর থেকেই বলিউডের নেক নজরে রয়েছেন নন্দমুরি তারক রামা রাও জুনিয়র ওরফে এনটিআর জুনিয়র। ভালো হিন্দিও বলতে পারেন দাক্ষিণাত্যের মেগাস্টার। এমন তারকাকেই ‘ওয়ার ২’ সিনেমার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ওয়ার’ পরিচালনা করেছিলেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। কিন্তু সিক্যুয়েল তৈরির জন্য শ্যালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের উপরই ভরসা রেখেছেন প্রযোজক আদিত্য চোপড়া। শোনা গিয়েছে, অয়নের কথাতেই নাকি ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হয়েছেন জুনিয়র এনটিআর। তাতে সিনেপ্রেমীরাই লাভবান হয়েছেন। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে আকাশি নীল টি-শার্ট ও কালো জ্যাকেটে হৃতিককে দেখা যাচ্ছে। হাতে সম্ভবত কফির কাপ। জুনিয়র এনটিআরের মুখ দেখা যায়নি। তবে অভিনেতার মাসক্যুলিন চেহারা ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। ‘ওয়ার-২’ ছবিতে এবার বড় চমক দিতে চলেছে যশরাজ ফিল্মস। বলিউড খবর অনুযায়ী, নতুন এই ছবিতে দুষ্টের দমন করতে হৃতিকের সঙ্গে হাত মেলাবেন ‘পাঠান’ শাহরুখ এবং ‘টাইগার’ সলমন। এই দুষ্টের চরিত্রে জুনিয়র এনটিআরকে দেখা যেতে পারে।